এমএসএস খবর

নভেম্বর, ২০২৫ সংখ্যা

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে বিনামূল্যে চক্ষুসেবা পৌঁছে দিলো আই কেয়ার প্রোগ্রাম

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রয়োজনীয় চক্ষুসেবা পৌঁছে দিতে মানবিক সাহায্য সংস্থার (এমএসএস) আই কেয়ার প্রোগ্রাম এই মাসে সফলভাবে মোট ৬টি বিনামূল্যে দৌড়গোড়ায় চক্ষু সেবা ক্যাম্প সম্পন্ন করেছে। রংপুরের পঞ্চগড়, তেতুলিয়া, ঠাকুরগাঁওসহ বিভিন্ন প্রান্তিক অঞ্চলের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সেবাদানের উদ্দেশ্য নিয়ে ক্যাম্পগুলো আয়োজন করা হয়।

উক্ত ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে মোট ১,০০৯ জন রোগীর চক্ষু পরীক্ষা করা হয়েছে, যার মধ্যে পুরুষ ৫১৪ জন এবং মহিলা ৫০৫ জন। তাদের মধ্যে ২৩৩ জন রোগীর দৃষ্টি জনিত সমস্যা বা অন্যান্য ত্রুটি সনাক্ত করা হয়েছে ও মাসব্যাপী কার্যক্রমে ১৬৭ জন রোগীর ছানি অপারেশন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৩১৫ জন রোগীকে বিনামূল্যে চশমা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও ২৫৫ জন রোগীর রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা হয়েছে। চোখের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য ক্যাম্পগুলোতে ৯২৬টি ফ্লায়ার্স এবং ২৩টি পোস্টার/প্ল্যাকার্ড বিতরণ করা হয়েছে।

দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল জনগোষ্ঠী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এমএসএস টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট

দক্ষ ও আত্মনির্ভরশীল জনগোষ্ঠী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস) পরিচালিত এমএসএস টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। এখানে শিক্ষার্থীরা আধুনিক ও প্রাসঙ্গিক প্রযুক্তিভিত্তিক দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে। গ্রাফিক্স ডিজাইন, রেফ্রিজারেশন ও এয়ার কন্ডিশনিং, কম্পিউটার অপারেশনসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে তারা তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব অভিজ্ঞতাও অর্জন করছে। এসব প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আত্মনির্ভরতা, উদ্যোক্তা মনোভাব ও কর্মসংস্থানের সক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। এমএসএস টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট শুধু দক্ষ জনশক্তি তৈরি করছে না, বরং তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সহায়তা করছে।

প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের দীর্ঘমেয়াদী সফলতার জন্য এক শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ভূমিকা রাখছে। এই প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খল শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ শিখন-প্রক্রিয়াকে আরও সহজ ও কার্যকর করে তুলেছে। ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মবাজারে নিজেদের দৃঢ় অবস্থান তৈরির সুযোগ পাচ্ছে এখানকার শিক্ষার্থীরা।

শিশুকানন প্রাপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনন্দের সাথে পালিত হলো "বিশ্ব শিশু দিবস"

বিশ্ব শিশু দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের অধিকার, সুরক্ষা এবং শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। এ দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেমন গান, নাচ ও অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়, যা শিশুদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভা তুলে ধরেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মচারীরা শিশুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে আলোচনা করেন। এছাড়াও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্য সচেতনতা এবং সুস্থ জীবনধারার ওপর সংক্ষিপ্ত সেশন পরিচালনা করা হয়। অনুষ্ঠানে শিশুদের মধ্যে আনন্দ ও উৎসাহের পরিবেশ বিরাজ করে।

শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় করে তুলেছে এবং শিশু দিবস উদযাপনের মাধ্যমে তাদের অধিকার ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব নতুন করে উপলব্ধি করানো হয়। এ ধরনের আয়োজন শিশুদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। দিনটি তাদের মধ্যে ভবিষ্যৎ স্বপ্ন গঠনের উদ্দীপনাও জাগিয়ে তোলে।

পরিশ্রমের জাদুতে বদলে যাওয়া এক নারীর সফলতার গল্প

করোনার আগে মাত্র দুইটি মেশিন নিয়ে টিশার্ট তৈরির ছোট্ট স্বপ্ন নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন জোসনা বেগম। কিন্তু হঠাৎ নেমে আসা মহামারি সবকিছু ওলটপালট করে দেয়। যে কারখানার শব্দে তার সংসার চলত, সেখানে নেমে আসে নীরবতা। তবুও হাল ছাড়েননি তিনি।

মানবিক সাহায্য সংস্থার সহায়তায় নতুন করে পথচলা শুরু করেন। এবার তিনি বেছে নেন হিজাব তৈরির কাজ। দুইটি মেশিন আর সীমাহীন অধ্যবসায়ের ওপর ভর করে আবার মাথা তুলে দাঁড়ান তিনি।

আজ সেই ক্ষুদ্র উদ্যোগই পরিণত হয়েছে তার সফল কারখানায়। বর্তমানে জোসনার কারখানায় রয়েছে ২১টি মেশিন, যেখানে ২১ জন শ্রমিক প্রতিদিন স্বপ্ন বুনছেন তার সঙ্গে। যে নারী একসময় অন্যের কারখানায় কাজ করতেন, আজ তিনিই হয়ে উঠেছেন কর্মসংস্থানের সুযোগদাতা।

তার মাসিক আয় এখন ২,০০,০০০ টাকা, যা শুধু তার জীবনে নয়, তার পরিবারের ভবিষ্যতেও এনে দিয়েছে আলো।

জোসনা বেগম বলেন- আমি একসময় অন্যের কারখানায় কাজ করতাম,অনেক কষ্টে দিন যাপন করতাম। কিন্তু গঝঝ এর সহয়তায় আজ আমি সফল হয়েছি। আজ আমি শুধু নিজের নয়, আরও ২১ জনের জীবিকার ব্যবস্থা করতে পেরেছি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন।"

জোসনা বেগমের গল্প প্রমাণ করে- পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস আর সুযোগ পেলে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে। আর এমন হাজারো নারীর জীবনে পরিবর্তন আনতেই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)।

প্রকাশনায় ঃ মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার্স ইউনিট- এমএসএস
সেল সেন্টার (তয় তলা), ২৯ পশ্চিম পান্থপথ, ঢাকা -১২০৫, বাংলাদেশ
ফোন ঃ +৮৮ ০২ ৪১০২০৯২১, ৪১০২০৯২২, ৪১০২০৯২৩
ই-মেইল ঃ info@mssbd.org, mediaunit@mssbd.org